দৈনিক
খোঁজ খবর

কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 18 • Date : 18th June • বর্ষ - ১ • সংখ্যা - ১৮ • তারিখ - ৩ আষাঢ় • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় প্রকাশ্যে তৃণমূল সাংসদের দ্বন্দ্ব, পার্থ ভৌমিককে একহাত মমতাবালা ঠাকুরের

খোঁজখবর, কলকাতা:- একুশে জুলাই শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভা ঘিরেই প্রকাশ্যে এল তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ। ব্যারাকপুরের লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ পার্থ ভৌমিককে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই কটাক্ষ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান মমতাবালা ঠাকুর।

সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা টাউনহলে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতিতে মমতাবালা ঠাকুর বলেন, "আমি যেই মিটিংয়ে থাকব, সেই মিটিংয়ে পার্থ ভৌমিক থাকলে আমি থাকব না"।

এই মন্তব্যে তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি ছড়িয়েছে। উপস্থিত ছিলেন দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। মঞ্চ থেকেই মমতাবালা জানান, দিল্লি থেকে ফিরে একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু পরে জানতে পারেন, সেই মিটিং নাকি পার্থ ভৌমিকের নির্দেশে হচ্ছে। আর সেই কারণেই তিনি সেই সভায় উপস্থিত হননি।

তিনি বলেন, "বিশ্বজিৎ আমায় ফোন করে জানায়, পার্থ ভৌমিক বলেছে মিটিং করতে। আমি ওঁকে ফোন করি, কিন্তু কোনও উত্তর পাই না। ওঁর দায়িত্ব কী, আমি জানি না। তবে যদি তিনিই দায়িত্ব নেন, তাহলে আমি সেই সভায় থাকব না। আমি দলকে জানাব, রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাব, তবে ওইভাবে নয়"।

এই বিষয়ে পার্থ ভৌমিককে প্রশ্ন করা হলে, তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি। বলেন, "যা বলার বিশ্বজিৎ দাস বলবেন"।

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে এই প্রকাশ্য সংঘাত নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা ঘিরে দলের শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বীরভূমে তৃণমূলের দলীয় বৈঠকে তৃণমূল নেতাদের ব্যর্থতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন জেলা কাজল শেখ

খোঁজ খবর : কার্তিক ভাণ্ডারী কীর্ণাহার বীরভূম : অঞ্চল কমিটির নেতাদের দুর্বলতার কারণে তৃণমূল বারবার হারছে কীর্ণাহার ১ নং অঞ্চলে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতাদের সামনে এনে নতুন নেতৃত্ব গঠনের বার্তা দেন কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ।

কাজল শেখ আরও জানান, কীর্ণাহার ১ নং অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হলেও, দলের ভেতরে সমন্বয়ের অভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসছে না। তাই নবীন ও প্রবীণ কর্মীদের একত্রিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি, যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের মোকাবিলা করে জয় নিশ্চিত করা যায়।কীর্ণাহার ১ নং অঞ্চলে পরাজিত হতে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে সেই পরাজয় যাতে আর না দেখা যায় সেই জন্য দলীয় সংগঠন মজবুত করার বার্তা কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখের। কাজল শেখ বলেন আগামী

এর পর তিন পাতায়

বিক্ষোভের মুখে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা

খোঁজখবর, অত্রি চক্রবর্তী, পূর্বস্থলী : পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওডিএফ প্লাস পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষণার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। জেলার মধ্যে এই প্রথম কোন পঞ্চায়েত এই ODF প্লাস পঞ্চায়েত ঘোষণা হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে, আর সেই কারণেই প্লাস্টিক বর্জন করে এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, চুপি হাটতলা এলাকায় সোমবার হাট চলাকালীন প্লাস্টিক বর্জনের কথা বলতে গিয়েই, বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিডিও, জয়েন বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান সহ বিডিও অফিস এবং পঞ্চায়েতের অফিসের বিভিন্ন কর্মীরা। পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লক এর চুপি হাটতলা এলাকায় সপ্তাহে সোম এবং শুক্রবার বসে হাট। আর হাট চলাকালীন এ দিন প্লাস্টিক বর্জনের বিষয়ে এলাকার মানুষ কে বোঝাতে যাওয়ার পরই বিক্ষোভের মুখে পড়েন তারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি যেখান থেকে প্লাস্টিক উৎপন্ন হচ্ছে সেই কলকারখানা গুলিকে বন্ধ করা হোক তাহলে আমরা আর প্লাস্টিক পাবনা আর মানুষকেও দেব না। সেগুলি না করে আমাদের মতন গরিব মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এরপরই সেখান থেকে চলে যান সরকারি আধিকারিকেরা।

দৈনিক খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

পাগড়িতে 'চপ্পল' নয়, ছিল প্ল্যাকার্ড— ক্ষমা চেয়ে শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে সুকান্ত

খোঁজখবর, কলকাতা:- শিখ ধর্মাবলম্বীদের অনুভূতিতে আঘাত লাগার অভিযোগে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ ছিল, এক শিখ পুলিশকর্মীর পাগড়িতে 'চপ্পল' ছুড়েছেন সুকান্ত। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে ওই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে সুকান্ত জানান, তিনি চপ্পল নয়, চপ্পলের আদলে তৈরি একটি প্ল্যাকার্ড ছুড়েছিলেন, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে এক শিখ সিআইএসএফ জওয়ানের পাগড়িতে গিয়ে পড়ে। সেই সূত্রেই তিনি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা জানিয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার, মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির সামনে বিজেপির বিক্ষোভ চলাকালীন। 'তুলসীগাছ' উপহার দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পথে আটকানো হয় সুকান্ত-সহ বিজেপি নেতাদের। তাঁদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছিল সেই সময়, সুকান্তের হাতে থাকা নীল-সাদা চপ্পলের আদলে তৈরি একটি প্ল্যাকার্ড তিনি ছুড়লে, তা গিয়ে পড়ে তাঁরই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক শিখ সিআইএসএফ জওয়ানের পাগড়িতে।

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানায় 'শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি' (SGPC)। এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায়, "শিখ সম্প্রদায়ের কাছে পাগড়ি সম্মান ও আত্মমর্যাদার প্রতীক। পাগড়ির প্রতি এমন আচরণ অত্যন্ত অপমানজনক।" SGPC-র হুঁশিয়ারি, বিজেপি যদি অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়, তবে এই ঘটনার দায় দলকেও নিতে হবে।

সোমবার বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এক জন হাফ মিনিস্টার আমার পাড়ায় এসে পাঞ্জাবি পুলিশের মাথায় জুতো ছুড়েছেন। শিখ সম্প্রদায়

এর পর তিন পাতায়

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় প্রতিভাবান ক্রিকেটার দির্ঘ প্যাটেলের মর্মান্তিক মৃত্যু

খোঁজখবর :- এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত ফ্লাইট AI171-এর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার দির্ঘ প্যাটেলের। ইংল্যান্ডের লিডসের মডার্নিয়ান্স ক্লাবের হয়ে খেলা এই তরুণ অলরাউন্ডার গুজরাতের বাসিন্দা ছিলেন। ক্রিকেটের পাশাপাশি তিনি হাডার্সফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অধ্যাপক জর্জ বার্গিয়ানিস জানিয়েছেন, দির্ঘ সর্বোচ্চ গ্রেড নিয়ে এই ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, যা তাঁর একাডেমিক প্রতিভার প্রমাণ বহন করে।

ক্রিকেট মাঠেও দির্ঘ ছিলেন সমান উজ্জ্বল। গত বছর মডার্নিয়ান্স ক্লাবের হয়ে ২০টি ম্যাচে তিনি ৩০০-র বেশি রান সংগ্রহ করেন এবং ২৯টি উইকেট নিয়ে দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে লিডসের মডার্নিয়ান্স ক্লাব শোকস্তব্ধ। ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দির্ঘ শুধু একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারই নন, একজন অসাধারণ মানুষও ছিলেন, যিনি সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন।

দির্ঘ প্যাটেলের এই মর্মান্তিক মৃত্যু ক্রিকেট সম্প্রদায় এবং তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর স্মৃতি চিরকাল তাঁদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।

খিচুড়িতে নেই সবজি, পরিমাণেও কম! রামপুরহাটের খরুণ গ্রামের দাসপাড়ায় আইসিডিএস সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ

খোঁজখবর ঃ বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত খরুণ গ্রাম। সেই গ্রামের দাসপাড়া আইসিডিএস সেন্টার ঘিরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য যে খিচুড়ি পরিবেশন করা হচ্ছে তা একেবারেই নিম্নমানের এবং কোনও রকম সবজি ছাড়াই পরিবেশন করা হচ্ছে গ্রামবাসীদের দাবি, শুধু মানহীন খাবারই নয়, খিচুড়ির পরিমাণেও চলছে কাটছাঁট। যেখানে তিন হাতা খিচুড়ি দেওয়ার কথা, সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র দু'হাতা, তাও আবার ছোট হাতায়। স্থানীয়রা আরও অভিযোগ করেন, একাধিক দিন সেই সেন্টারে খাবারে পড়ছে কেউরালি এই নিয়ে ক্ষোভ চরমে ওঠে যখন সেন্টারের দিদিমণি অর্চনা দাস ও তাঁর স্বামী সুজিত প্রামাণিক স্থানীয়দের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে, উলটে তাদের 'মুখ বন্ধ' করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীরা বলেন, সরকারি ভাবে ৫০ কেজি চাল বরাদ্দ হলেও, সেন্টারে পৌঁছনোর পর সেই বস্তা খুললে তাতে মেলে মাত্র ৩২ থেকে ৪০ কেজি চাল। তাহলে বাকিটা কোথায় যাচ্ছে – সেই প্রশ্ন উঠছে এলাকাবাসীর মুখে অভিযোগ রয়েছে, অর্চনা দাসের স্বামী সুজিতবাবু প্রায়ই সেন্টারে গিয়ে দাদাগিরি করে মুখ বন্ধ করেন এলাকাবাসীদের স্কুলের কাজে জড়ান, এমনকি জালানি না কিনে বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন – যার ফলে মাঝেমধ্যে রান্নায় পড়ে যাচ্ছে অখাদ্য উপাদানও। সব মিলিয়ে শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষা নিয়ে সরকার যে প্রকল্প চালু করেছে, সেই প্রকল্পকে কিভাবে একটি আইসিডিএস সেন্টারে অবহেলা এবং অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপমান করা হচ্ছে, তারই এক চিত্র উঠে এসেছে খরুণ গ্রামের দাসপাড়ায় আইসিডিএস স্কুলে। গ্রামবাসীরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক, দোষীদের শাস্তি হোক – এই দাবিতেই সরব গোটা এলাকা।

ভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, নয়নজুলিতে উল্টে গেল পাথর বোঝাই লরি!

খোঁজখবর, বর্ধমান:-ওভারটেক করতে গিয়ে একটি ট্রাক্টরকে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে উল্টে গেল একটি পাথর বোঝাই লরি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেল ট্রাক্টরের চালক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আউসগ্রামের বড়াগ্রাম সংলগ্ন বর্ধমান-বোলপুর ২বি জাতীয় সড়কে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ট্রাক্টর ওড়গ্রাম থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় জাতীয় সড়কের বড়াগ্রাম এলাকায় পৌঁছাতেই পিছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির পাথর বোঝাই ডাম্পার ট্রাক্টরটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় রাস্তার উপরেই উল্টে যায় ট্রাক্টরটি।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন ওই লরিটি সামনে থেকে আসা একটি অ্যাম্বুলেন্সকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডানদিকে নয়নজুলিতে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ট্রাক্টরের চালক সামান্য আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাতার থানার ওড়গ্রাম ক্যাম্প ও গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ। দুর্ঘটনার ফলে জাতীয় সড়কে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক্টর ও লরিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

কুলগাছিয়ার চণ্ডীপুর হাসপাতালে শেড ও রাস্তা নির্মাণ হাওড়া জেলা পরিষদের

খোঁজখবর, সুরজীৎ আদক,উলুবেড়িয়া: উলুবেড়িয়ার চণ্ডীপুর গ্রামীণ হাসপাতালে গ্রীষ্ম-বর্ষায় হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের স্বার্থে ওই হাসপাতাল চত্বরে শেড ও রাস্তা নির্মাণ করছে হাওড়া জেলা পরিষদ।হাসপাতাল সূত্রের খবর,প্রায় সাড়ে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই শেড ও রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। শেড নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে । হাসপাতাল চত্বরে শেড ও রাস্তা তৈরি হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ। ৩০ শয্যার চণ্ডীপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঁচজন চিকিৎসক ছাড়াও ১২ জন নার্স আছেন। রয়েছে একাধিক বিভাগ।যেখানে বিনা মূল্যে চোখ,কফ,থুতু,ট্রুনাট টেস্টের মতো আরও বেশকিছু পরীক্ষা সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণ হয় বিনামূল্যে।হাসপাতালে বিভিন্ন এলাকার মানুষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। তাঁদের অপেক্ষাও করতে হয় খোলা আকাশের নীচে। এই সমস্যার সমাধানে হাওড়া জেলা পরিষদ হাসপাতাল চত্বরে শেড নির্মাণের পাশাপাশি রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়।হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর বলেন, শেড না থাকায় গ্রীষ্ম ও বর্ষায় হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের নানা সমস্যা হতো। অসুবিধায় পড়তেন হাসপাতালের কর্মীরাও। এই সমস্যার সমাধানে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়ের পরামর্শে জেলা পরিষদ এই কাজে হাত দিয়েছে। হাসপাতাল চত্বরের থাকা রাস্তা নিচু হওয়ায় বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সেই রাস্তাকে নতুন করে উঁচু করা হচ্ছে। শেড তৈরির কাজ শেষ হলেই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে দুলালবাবু জানিয়েছেন। হাসপাতালে শেড ও রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগে খুশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের লোকজন।

পূর্ব বর্ধমানে নমঃশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব, উঠে এল উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষার বার্তা

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান:- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে নমঃশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব। সেই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও অনুষ্ঠিত হলো এই বিশেষ উৎসব।

মেমারী থানার অন্তর্গত মহিষডাঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় এই উৎসব ঘিরে জমজমাট হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। নমঃশূদ্র সমাজের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জীবনযাত্রা তুলে ধরতে আয়োজিত হয় নাচ-গান, আলোচনা সভা ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়নে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী হতে চলেছে, তা তুলে ধরেন বক্তারা। পাশাপাশি নমঃশূদ্র জনগণের অভাব-অভিযোগ ও অধিকার আদায়ের পথ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নমঃশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের নেতা রাজু ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জি, মেমারী ১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আয়োজকদের মতে, এমন উদ্যোগ নমঃশূদ্র সমাজের আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আয়রন মুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ উদ্বোধন

খোঁজখবর, অলোক আচার্য, নববারাকপুর : নিউ বারাকপুর পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের মিলন মন্দির ভবন পার্শ্বস্থ পশ্চিম শেডে মঙ্গলবার বিকেলে শুভ উদ্বোধন হল আয়রন মুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের বুস্টার পাম্প। ফিতে কেটে ফলকের উন্মোচন করে বুস্টার পাম্প উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা। চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন ওয়ার্ডের নাগরিকদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হল এই আয়রন মুক্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বুস্টার পাম্প চালু হওয়াতে। শুধু ১৫ নং ওয়ার্ডের নাগরিকরা নয় পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ও উপকৃত হবেন। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার বড়ো বাবু, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, জল দপ্তরের অসুত প্রকল্পের আধিকারিক, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন সহ ওয়ার্ডের নাগরিকরা।

অসুস্থ মহিলাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ

খোঁজখবর, অলোক আচার্য, নববারাকপুর : মানবিকতার দৃষ্টান্ত নজির গড়ল নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ। অসুস্থ মহিলাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন তারা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ এক টোটোচালক নিউ বারাকপুর থানায় এসে জানান, ৮ নম্বর রেলগেট পার হয়ে এস এন ব্যানার্জি রোডের ধারে এক মহিলা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় থানার পুলিশ। তাঁরা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয় পুরসভা হাসপাতালে নিয়ে যান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

চিকিৎসার পর ওই মহিলার আংশিক জ্ঞান ফিরলে তাঁকে থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রথমে তিনি কিছুই বলতে পারছিলেন না, পরে জানান তার খুব

খিদে পেয়েছে। থানার মেস থেকে তাঁকে দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। খাওয়ার পরে আবার তাঁকে নাম-ঠিকানা জানতে চাওয়া হলে তিনি কিছু কথা বলতে শুরু করেন। ঠিক সেই সময় থানায় কয়েকজন মানুষ মিসিং ডায়েরি করতে আসেন। তাঁদের দেখানো ছবির সঙ্গে উদ্ধার হওয়া মহিলার মুখের মিল পেয়ে যায় পুলিশ। নিশ্চিত হওয়ার পর, আইনানুগ ভাবে মহিলাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া মহিলার নাম ডলি পাল (৪০)। তিনি নিউ বারাকপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ রোড এলাকার বাসিন্দা। স্বামী সুবীর পাল জানান, স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরেই স্নায়বিক সমস্যায় ভুগছেন। একাধিকবার ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার ফলে স্মৃতিভ্রষ্টতা দেখা দিয়েছে, প্রায়ই সব কিছু ভুলে যান। মঙ্গলবার সকালে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, সেই সময় সুবীরবাবু বাজারে, ছেলে বাথরুমে, এবং মেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। পরে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে না পেয়ে চারিদিকে খোঁজখুঁজি শুরু করেন। শেষে থানায় এসে মিসিং ডায়েরি করানোর সময় জানতে পারেন পুলিশই তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বাসিন্দারা নিউ বারাকপুর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অসুস্থ মহিলাকে উদ্ধার থেকে শুরু করে, তার চিকিৎসা, যত্ন এবং পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত পুলিশের মানবিক এই ভূমিকা যেন প্রশংসার দাবি রাখে।

“হেড লাইন কলকাতা” সাম্প্রচার এখন কলকাতাতে

খোঁজখবর, পারিজাত মোল্লা, ‘হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল’-এর ছত্রছায়ায় ‘হেডলাইনস কলকাতা’ নামে কলকাতায় সম্প্রচার শুরু করতে চলেছে ‘হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল’।

‘ক্যাল কলিং টিভি’-র সাথে গাঁটছড়া বেঁধে কলকাতায় সংবাদ পরিবেশন শুরু করতে চলেছে ‘হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল’।‘হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল’-এর সূত্র অনুযায়ী, “ত্রিপুরা, আসাম-এর পর এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও সম্প্রচার করবে এই দৃশ্যশ্রাব্য সংবাদ মাধ্যম। বন্ধন গ্রুপ-এর প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রশেখর ঘোষ, বিধাননগরের উপ নগরপাল অনীশ সরকার, সাহা টেক্সটাইলসের কর্ণধার কান্তিলাল সাহা, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রূপক সাহা, প্রেস ক্লাব কলকাতা-র অধ্যক্ষ স্নেহাশিস সুর, শেরিফ গ্রুপ-এর প্রতিষ্ঠাতা চাঁদমল লাধা, লংতরাই গুঁড়ো মশলা-র রতন দেবনাথ, ও ‘হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল’-এর অন্যতম চালিকাশক্তি প্রণব সরকার ও ঋত্বিক মুখার্জি সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে কলকাতায় কাজ শুরু করল

অসন্তোষ প্রকাশ করলেন জেলা কাজল শেখ

এক পাতার পর

বিধানসভা নির্বাচনে কীর্ণাহার ১নং অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভালো ফল করবে এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ হবে। আগামী দিনে কীর্ণাহার ১ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সংগঠনে পরিবর্তন এনে প্রবীণ ও নবীন কর্মীদেরকে গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনকে মজবুত করা হবে বলে জানান জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। একই সাথে মঙ্গলবার নানুর বিধানসভার কঙ্কালীতলা, বড়া সাওতা ও নানুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ভিজিট করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। এই গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে বাংলা আবাস যোজনা সহ যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রয়েছে সেগুলির কাজ কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। আগামী দিনে উন্নয়নের স্বার্থে সমস্ত রকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির শান্তাশ্রম স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগ

খোঁজখবর, অভিজিৎ সরকার, ইন্দাস:- বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের শান্তাশ্রম স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রীষ্মকালীন তীব্র দাবদাহের সময় রক্তের সংকট মেটাতে এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করে ক্লাবটি।

এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে প্রায় ১০০-রও বেশি স্বেচ্ছাসেবক রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের হাতে একটি করে গাছের চারা, টিফিন, এবং সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রক্তদাতাদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাও রাখা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, এবং স্থানীয় বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হয় রশিদ ব্লাড ব্যাংক, বর্ধমান এবং বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ ব্লাড ব্যাংক-এর হাতে।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তাশ্রম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা। তাঁদের এই উদ্যোগ এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

৩৮ বছর বয়সী এক কৃষকের হৃদযন্ত্রে প্রতিস্থাপিত হল সিআরটি-ডি যন্ত্র, প্রাণ বাঁচাল মণিপাল হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া

পারিজাত মোল্লা, : পূর্ব বর্ধমানের এক ৩৮ বছর বয়সী কৃষক প্রবল বুক ধরা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে মণিপাল হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া ভর্তি হন। ডাঃ সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের (পরামর্শদাতা, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু হয়। ইসিজি-তে ধরা পড়ে যে তিনি একটি মারাত্মক হার্ট অ্যাটাকে (অ্যান্টেরিয়র ওয়াল মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন) আক্রান্ত হয়েছেন, অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের সামনের দেওয়াল বরাবর বিশাল অংশে রক্তপ্রবাহ বন্ধ।তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথ ল্যাব নিয়ে যাওয়া হয়।অ্যাঞ্জিওগ্রাম-এ দেখা যায় তাঁর বাম প্রান্তীয় নিম্নমুখী ধমনি (লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং) সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। সফলভাবে একটি স্টেন্ট বসিয়ে রক্তপ্রবাহ পুনঃস্থাপন করা হয়। তিনদিনের মধ্যেই তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পান। তবে তিন মাস পর ফলো-আপ পরীক্ষায় দেখা যায়, রোগী হালকা কাজ করলেই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন এবং রাতে শ্বাস বন্ধ হয়ে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে — চিকিৎসা পরিভাষায় একে

বলা হয় প্যারক্সিসমাল নকচারনাল ডাইস্পনিয়া (পিএনডি)। ইসিজি-তে আবার দেখা যায়, হৃদযন্ত্রের বৈদ্যুতিক সংকেত ঠিকমতো কাজ করছে না।এই পরিস্থিতিতে, ডাঃ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর দল সিদ্ধান্ত নেন হৃদযন্ত্র পুনঃসমন্বয় যন্ত্র সহ বৈদ্যুতিক উত্তেজক যন্ত্র (সিআরটি-ডি) প্রতিস্থাপনের, যা একদিকে হৃদস্পন্দনের সমন্বয় সাধন করে এবং বিপজ্জনক ছন্দ সনাক্ত হলে অবিলম্বে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে রোগীকে হৃদরোগজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। অস্ত্রোপচার সফল হয় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর হৃদযন্ত্রের পাম্প করার ক্ষমতা ৪৫ শতাংশে পৌঁছায়। বর্তমানে তিনি আগের মতোই মাঠে কাজ করছেন, দিব্যি চলাফেরা করছেন।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, “রোগী যখন আমাদের হাসপাতালে আসেন, তখন তাঁর অবস্থার খুবই অবনতি হয়েছিল। চিকিৎসা না হলে শুধু প্রাণ নয়, জীবিকা হারানোর আশঙ্কাও ছিল। আমরা সময়মতো ব্যবস্থা নিয়ে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি — এটাই আমাদের সার্থকতা।”

রোগী বলেন, “সেই দিন বুকের ব্যথায় মনে হয়েছিল সব শেষ হয়ে গেছে। একজন কৃষকের কাছে শরীরই সব — জমি, সংসার, ইজ্জত। মণিপাল হাসপাতাল আমাকে দ্বিতীয় জীবন দিয়েছে। আজ আমি আবার নিজে হাতে চাষবাস করতে পারছি। এ যেন নতুন করে জন্ম। চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব ডাক্তারবাবুদের প্রতি।”

ক্ষমা চেয়ে শিখ ধর্মাবলম্বীদের কাছে সুকান্ত

এক পাতার পর

এতে আঘাত পেয়েছেন”। ঘটনার পর মঙ্গলবার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি দেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি লেখেন, “১২ জুন কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজনার মধ্যে একটি প্ল্যাকার্ড ছোড়া হয়, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে এক শিখ ধর্মাবলম্বী সিআইএসএফ জওয়ানের পাগড়িতে পড়ে। যদি এতে কোনও শিখ ভাই বা বোনের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগে থাকে, তবে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি”।

সেই সঙ্গে সুকান্ত দাবি করেন, তিনি ও বিজেপি সবসময় শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পবিত্র পাগড়ির মর্যাদার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল।

বিষ্ণুপুর পুলিশের বড় সাফল্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের খোয়া যাওয়া মোবাইল ও ল্যাপটপ উদ্ধার! গ্রেপ্তার তিন

খোঁজখবর, বলরাম চক্রবর্তী, কোতুলপুর :- ২৪এপ্রিল ২০২৫ ভোরে K G Engineering Institute এর হোস্টেলে ছাত্ররা পড়াশুনা শেষে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অভ্যাস মত রুমের দরজা ভিতর থেকে ছিটকিনি না দিয়েই ঘুমোচ্ছিল তারা। ঘুম ভাঙলে নজরে আসে তাদের ২ টি ল্যাপটপ ও ৮ টি মোবাইল ফোন চুরি হয়ে গিয়েছে।

অতঃপর বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ জানালে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্তে নামে। বিষ্ণুপুর পুলিশের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সিসিটিভি ফুটেজে উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে ওই সময় হোস্টেল ক্যাম্পাসে ঢুকতে ও বেরোতে দেখা যায়। কিন্তু স্থানীয় বা প্রতিবেশী জেলার কোনো নথিভুক্ত অপরাধীদের সাথে তার মিল পাওয়া যায় নি।

পরবর্তীকালে তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে তিন জনের একটি গ্রুপ তামিলনাড়ু থেকে এসে এই চুরিটি সংঘটিত করেছে। তদন্তে এও উঠে আসে যে তারা বাঁকুড়া এবং দুর্গাপুরে শহরে বিভিন্ন সময় একই রকম ভাবে হস্টেলের মধ্যে ঢুকে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।

উন্নত প্রযুক্তি ও অন্যান্য ক্লু র মাধ্যমে অবশেষে এই তিন জন ধরা পড়ে পুলিশের জালে। সম্প্রতি তাদের কাছ থেকে চুরি হওয়া সমস্ত ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করে এবং বিষ্ণুপুর থানা সেগুলিকে ছাত্রদের ফিরিয়ে দেয়।

আর কোনো বড় চক্রের সাথে জড়িত আছে কিনা বা বড় কোন অপরাধ সংগঠিত করেছে কিনা তারও তদন্ত চালাচ্ছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ওই তিন চোরের ঠাঁই এখন শ্রীঘরে।

উখরিদে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রতীক গাজন উৎসব

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, খণ্ডঘোষ:- পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের উখরিদ গ্রামে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মিলনমেলায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও উদযাপিত হচ্ছে গাজন উৎসব। মাধববুড়ো শিবের গাজনকে কেন্দ্র করে গ্রামজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেতে ওঠে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়। এই উৎসবে পুজো, সন্ন্যাস গ্রহণ এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশ নেন উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

গাজন কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা যেমন এই উৎসবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা

পালন করেন, তেমনই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনও পুজো-অর্চনায় অংশগ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেন। এই সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে উখরিদ গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, অতীতে এই গাজন উৎসব ১২ বছর অন্তর পালিত হলেও, ২০১৯ সাল থেকে এটি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে উদযাপিত হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এই উৎসব গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

যাত্রা গৌরব সম্মাননা

খোঁজখবর
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া

'যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়' পশ্চিমবঙ্গের একটি নন গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন । ফি-বছর নানা কাজের পাশাপাশি যাত্রাশিল্পীদের নানা অবদানের জন্য 'যাত্রা গৌরব' সম্মাননা প্রদান করেন । ২০২৫ সালের অপেশাদার যাত্রা জগতের সবচেয়ে বড়ো সম্মাননা 'যাত্রা গৌরব' প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছেন এই জনপ্রিয় এনজিওটি । প্রাপকরা হলেন বিশিষ্ট যাত্রাভিনেত্রী তারারানী ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট যাত্রা-পালাকার ব্রহ্মময় চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নির্দেশক নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক জগৎপ্রসাদ চ্যাটার্জী এবং বিশিষ্ট অভিনেতা-নির্দেশক পান্নালাল ব্যানার্জী । লোকসংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনোদন যাত্রাপালাকে সুস্থ-সুন্দর করতে, গ্রামগঞ্জের অপেশাদার যাত্রার প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করতে, দুঃস্থ যাত্রাশিল্পীদের আর্থিক সহায়তা দিতে, অপেশাদার ও পেশাদার যাত্রাশিল্পীদের সংবর্ধনা এবং সম্মানিত করতে ৬-৭ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয় 'যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়' নামে এই নন-গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন বা এনজিও । পশ্চিমবঙ্গে যাত্রাশিল্পকে নিয়ে এমন উদ্যোগ সম্ভবতঃ প্রথম । যাত্রা সংক্রান্ত বইপ্রকাশ, পেশাদার-অপেশাদার যাত্রামোদী ও যাত্রাশিল্পীদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা, গ্রাম-গ্রামান্তর-শহরে ভ্রাম্যমান যাত্রা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বহু কাজ করেন এই সংস্থা । সংস্থার সভাপতি আনন্দ ব্যানার্জি, সম্পাদক সোমনাথ পরামাণিক, নিয়ামক শেখ মণিরুল, পিন্টু পণ্ডিত । উপদেষ্টা রয়েছেন প্রখ্যাত যাত্রাভিনেত্রী কিংবদন্তি রুমা দাশগুপ্ত । সদস্য-সদস্যা সংখ্যা ৩৭০০-র উপর। সকলেই সারা বছর জুড়ে যাত্রাশিল্প ও যাত্রাশিল্পীদের উন্নতির জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন । আনন্দ ব্যানার্জি-সোমনাথ পরামাণিকরা জানিয়েছেন, আগামী ১৩ই জুলাই কলকাতার নলিনী গুহ সভাঘরের মিলনমেলার মঞ্চে সম্মান-প্রাপকদের হাতে 'যাত্রা গৌরব সম্মাননা' তুলে দেওয়া হবে ।

দীর্ঘদিনের বেহাল সেতু মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

খোঁজ খবর, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : দীর্ঘদিন ধরেই সেতুর বেহাল অবস্থা। ক্যানিংয়ের ডাবু খালের উপর নির্মিত উত্তর অঙ্গদবেরিয়া ও দক্ষিন অঙ্গদবেরিয়ার সংযোগ কারী সখেরহাট বটতলার কাঠের সেতু দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করলেও ভেঙে যাওয়া এই সেতু মেরামতির কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না প্রশাসন। এ বিষয়ে বারে বারে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন, বিধায়ককে জানালেও কোন লাভ হয়নি বলেই দাবি স্থানীয়দের। বার বার শুধুই আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না বলে এলাকার মানুষজন একত্রিত হয়ে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন।এই সেতুটি সেচ দফতরের অধীন হলেও তাঁরা এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছে না বলেই অভিযোগ। আর সেতু সারানো না হলে নেতাদের চরম হুশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।তবে এ ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক পরেশ রাম দাস। বছর পনেরো আগে এখানে থাকা কংক্রিটের সেতুটি ভেঙে যায়। এর পর পাশে একটি কাঠের সেতু তৈরি করা হয় সেচ দফতরের উদ্যোগে। কিন্তু এই কাঠের সেতুটি ও বছর চারেক আগে ভেঙে যায়। তারপর থেকেই এলাকার সাধারণ মানুষ এই সেতুটি মেরামতি কিম্বা বিকল্প হিসেবে কংক্রিটের সেতু তৈরির আবেদন জানিয়ে এলেও কোন লাভ হয়নি। প্রতিদিন স্থানীয় বঙ্কিম সর্দার কলেজ, সরকারি আইটিআই কলেজ, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র সহ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুলের ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকাদের যেমন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ভাঙাচোরা সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে তেমনি এলাকার সাধারণ মানুষ সহ আশপাশের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষকে ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। সেতু থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙছে। রোগী নিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকার মানুষদের।এই কাঠের সেতুর উপর দিয়ে ক্যানিং ১ ব্লকের দাঁড়িয়া,হাটপুকুরিয়া, নিকারীঘাটা, গোপালপুর ও দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন। এলাকার স্কুল, কলেজ, থানা, রেল স্টেশন, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দফতরে যেতে হলে অন্যতম ভরসা এই কাঠের সেতু। নড়বড়ে ভাঙাচোরা এই কাঠের সেতুর উপর দিয়েই চলাচল করতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। নতুবা কয়েক কিলোমিটার ঘুরে দৈনন্দিন কাজকর্ম মেটাতে হয়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে শুরু করে জন প্রতিনিধিদের কাছে বারে বারে দরবার করেছেন এলাকার মানুষ কিন্তু সুরাহা হয়নি।এ বিষয়ে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস বলেন,মানুষের সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে এখানে।

তদন্তে নেমে প্রায় দু কেজি সোনার গয়না উদ্ধার করল বারুইপুর থানার পুলিশ

খোঁজ খবর, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর : ১৫ কোটি টাকার প্রতারণার মামলার তদন্তে নেমে মুল অভিযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য ও তার দুই বান্ধবী সহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়া সাড়ে চারকোটি টাকা এখনো পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি। মঙ্গলবার পুলিশ সুপার জানান গত ২২ ফেব্রুয়ারিতে সস্তা সুন্দর নামে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাদের অভিযোগ তারা থার্ড পার্টি এজেন্সি এসবি সিকিউরিটি অ্যান্ড সার্ভিসেস এর মাধ্যমে মেডিকেল সাপ্লাই করতেন। যারা সস্তা সুন্দরের হয়ে বাড়ি বাড়ি মেডিসিন ডেলিভারি দিত। মেডিসিন বিক্রির টাকা সস্তা সুন্দরের অ্যাকাউন্টে জমা করার কথা। কিন্তু ২ বছর ধরে সেই টাকা জমা করা হচ্ছিল না। আনুমানিক ১৫ কোটি টাকার মাল বিক্রি করেছে। ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমেই তারকনাথ ভট্টাচার্য কে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া ৩টি ২৫ লক্ষ টাকা মুল্যের চারচাকা গাড়ি, ৪টি ফ্ল্যাট, ১২টি বাইক যার মুল্য ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ৮৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লিজে নেওয়া একটি দোকান, ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ল্যান্ড, ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্যাশ, ৫১ লক্ষ টাকার মেডিসিন, ৩০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ফ্রিজ করা হয়। তারককে জিজ্ঞাসাবাদ করে ১৪ই জুন পম্পা মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় এই টাকা থেকে সোনা কেনা হয়েছে। ১কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার সোনার গহনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। মোট ১৫ কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে পুলিশ সাড়ে চার কোটি টাকার মালপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। মুল অভিযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য সহ তার দুই বান্ধবী গ্রেফতার।

মল্লারপুর থানার পুলিশের বড় সাফল্য ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ

খোঁজ খবর: কার্তিক ভাণ্ডারী (মল্লারপুর) বীরভূম মল্লারপুর: বড় সাফল্য মল্লারপুর থানার পুলিশের। ডাকাতির পরিকল্পনা বানচাল করে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ গভীর রাতে মল্লারপুর থেকে সাঁইথিয়া যাওয়ার রাস্তায় কান্দিয়ারা ব্রিজের কাছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে একদল দুষ্কৃতী জড়ো হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনকে হাতেনাতে আটক করে মল্লারপুর থানার পুলিশ।

ধৃতদের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা সদুত্তর দিতে পারেনি। এরপরই তাঁদের আটক করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ছুরি, ভোজালি, লোহার রড, লোহার চেন-সহ বেশ কিছু বিপজ্জনক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলো পুলিশ ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

দৈনিক খোঁজখবর
সম্পাদকীয় দপ্তর
1495 মাদুরদহ,কোলকাতা-700107
মোবাইল নাম্বার 9874641563

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465